এ পূজোয় কি পেলে ?

অরবিন্দ সিংহ

এত চাঁদা! এত আয়োজন!
এত ঝামেলা! এত প্যান্ডেল!
এত আলো! এত প্রাসাদ-
নিয়ে তোমরা করলে পূজা।

বলতে পারবে তোমরা কি পেয়েছ ?
কি দেখছ যে! নাকি ভাবছ ?
না কি বলবো খুঁজছ ?
একটা কথাই তো তোমরা বলবে জানি,
ক্ষণিক ভক্তিমার্গের সাধনা।
মনের মলিন মুক্ত করা।
আনন্দে আপ্লুত হয়ে সব পরকে কাছে পাওয়া।
নয় সকলকে ক্ষণিক আপন করা।
এই এক ঘেয়েমি জীবন থেকে ক্ষণিক দূরে থাকা।
বা অবসর পাওয়া।

কি সত্যি বলিনি ?
তাই যদি হয়, তাহলে
ঐ পূজার প্রসাদ কি কয়টা ক্ষুধার্তের মুখে দিয়েছো ?
না আত্মীয়দের ডেকে ধরে খাইয়েছ?
না ঠোঙায় করে মেম্বারদের বাড়ী পাঠিয়েছ ?
কি গো বড় ফালতু কথা বলে ফেললাম।

তোমরা যখন পাঁচশ, হাজার টাকার পোষাক
গুলি পরে পূজো দেখতে বেরিয়ে ছিলে,
তখন কি পথে কোন নগ্নপ্রায় মানুষকে দেখনি ?
তখন দেখনি কি কোন পাগল বা
কোন নগ্ন প্রায় শিশুটিকে ?

দিয়েছিলে কি তাদের হাতে দশটা পয়সা ?
একখন্ড তোমার পুরোনো কাপড়।
বা হোটেলে ফুটপাতে দাড়িয়ে বা
বসে যখন খাচ্ছিলে ফুচকা,–
নাহয় খেলে এগরোল চাউমিন, কাটলেট, ফিস্‌ফ্রাই
ধোসা নয় ফ্রিজের ঠান্ডা দই নাহয় রসগোল্লা।
পেয়েছ কি তাদের একটু -
এক টুকরো পেটের নাহয় মুখের হাসি ?
জানিনা, হয়ত কেউ পেতেও পার।

চাঁদা নিয়ে যখন হাজার গজের হোয়াইট-হাউস,
বা জিপিও বা কোনারকের মন্দির
বা পুরীর বা বিদেশের কোনো
গেষ্ট হাউসের অনুকরণের প্যান্ডেল হাঁকিয়ে -
ডাইনোসর বসিয়ে মায়ের মুর্তিকে পূজো করছিলে,
তখন কি দেকেছ কত গৃহহারা মা
ফুটপাতে, প্লাটফর্মে, গাছতলায় -
ব্রীজের নীচে রেললাইনের ধারে পড়ে,
খরা বৃষ্টি ঝড় মাথায় -
কঙ্কালসার সন্তানকে কোলে নিয়ে স্তন দান করছে ?

কই তাদের প্যান্ডেলের জন্য চাঁদার জুলুম করনা ?
বা চাঁদা দাওনা, বা রাত জাগনা,
কেউ তাদের ঘরে প্রদীপ জ্বালনা।
তবে কি পেলে?
পেরেছ কি এই পূজায় ঐ দশটা মুসলমানকে -
বা দশটা খৃষ্টানকে নিজের ধর্মে আনতে ?
কোনদিন পারবেনা বরং প্রতি পূজায় -
দশটা হিন্দুকে বাধ্য করাবে -
অন্য ধর্মে চলে যেতে।
ছি:, কিসের ধর্ম? কিসের পূজা?
রেডিও টিভিতে পূজোর বিজ্ঞাপন না দিয়ে -
কিছু মুর্খকে যদি কয়টা অক্ষর শেখাতে।
বর্ণহীন জাতহীন করার মন্ত্র কর্ম শেখাতে,
মন্দির মসজিদ গীর্জ্জা এক বোঝাতে।
তবেই না জানতাম পূজা করলে।
সত্যি, কি সব বাজে কথা না বুঝে বলে ফেললাম।
হয়তো বলবে, কলম আছে লিখছে।
নয়তো বলবে, কবি না এ -বালের -কবি!
সত্যি আমি বালক।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ৩০/১০/২০০৬